بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৩ মে ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আতফালুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের উত্তরাঞ্চলের সদস্যবৃন্দ

MAKHZAN
TASAWEER
IMAGE LIBRARY

“যদি তোমার আচার-ব্যবহার ভালো হয়, তবে মানুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে আর এভাবে বেশি মানুষের সাথে তোমার বন্ধুত্ব হবে।” – হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১ মে ২০২১ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের উত্তরাঞ্চলের ১৩-১৫ বছর বয়সী সদস্যদের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ ভার্চুয়াল সভার সভাপতিত্ব করেন আর মজলিস আতফালুল আহ্‌মদীয়ার ৭৭ জন আতফাল ম্যানচেস্টারের দারুল আমান মসজিদ থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

সভায় যোগদানকারী আতফালের একজন হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, যুগ-খলীফার দায়িত্ব কঠিন কিনা এবং এর সবচেয়ে দুরূহ দিক কোনটি।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“খলীফার কাজ সব সময়ই দুরূহ, কেননা যখন তুমি অনুধাবন করবে যে, তুমি যা-ই করছো, তোমার সকল কাজ ও তোমার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব, তার জন্য তোমাকে সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে; তখন যদি

MAKHZAN
TASAWEER

তোমার মধ্যে খোদাভীতি থাকে, তবে প্রতিটি অতিক্রান্ত মুহূর্ত তোমাকে খোদাভীরুতায় আরো অগ্রসর করা উচিত, আর এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।”

আরেকজন শিশু হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, যখন তারা মসজিদে যেতে পারছে না বা পূর্বের ন্যায় আতফালের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারছে না, তখন বিশ্বজনীন এ মহামারীর সাথে সংশ্লিষ্ট জীবনের টানাপোড়েন ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জের সাথে শিশুরা মানসিকভাবে কীভাবে খাপ খাওয়াতে পারে।

হুযূর আকদাস বলেন যে, শিশুদের জন্য কর্মকাণ্ড একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত পুনরায় চালু হয়েছে, যেখানে তারা এখন স্কুলে যেতে পারছে। হুযূর আকদাস বলেন যে, স্কুলে ফিরতে পারাটা শিশুদের মধ্যে অস্থিরতা ও উদ্বেগ হ্রাসের কারণ হওয়া উচিত।

হুযূর আকদাস মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যদের উৎসাহিত করেন, তারা যেন স্কুলের সময়ের বাইরে তাদের যেকোনো অতিরিক্ত সময় ইতিবাচক এবং শিক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে। তিনি বলেন যে, তাদের নিয়মিত, বিশেষ করে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইয়ের, পাঠাভ্যাস থাকা উচিত।

স্কুলের পরের সময় কাটানোর সর্বোত্তম উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“তোমার সময় কাটানোর সর্বোত্তম উপায় এই যে, হোমওয়ার্ক শেষ করার পর, কিছু সময় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের অন্যান্য সাহিত্য পাঠে ব্যয় করো। এভাবে তোমার ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে, আর এর পাশাপাশি তোমার ঈমানও বৃদ্ধি পাবে।”

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর নিজ সন্তানাদি যখন ছোট ছিলেন তখন তাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ ও পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি কীভাবে চেষ্টা করতেন।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আমার মনে হয়, আমার চেয়ে, আমার সন্তানদের মা তাদের চরিত্র গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।”

MAKHZAN-E-TASAWEER
IMAGE LIBRARY

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সর্বোত্তম পদ্ধতি এই যে, সন্তানদের সামনে পিতাদের নিজ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যদি বাবারা দৈনিক পাঁচ বেলার নামায আদায় করেন, তারা তাদের সন্তানদেরকেও দৈনিক পাঁচ বেলার নামায পড়ার জন্য বলতে পারেন; আর সন্তানদের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টির জন্য সর্বোত্তম উপায় হল পাঁচ বেলার নামাযের অভ্যাস। তাহলে, বাবা যখন প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং পাঠ করবেন, তখন সন্তানেরা জানবে যে তাদের বাবা এটা করছেন, সুতরাং তাদেরও তা করা উচিত। আর যদি ঘরের মধ্যে পরিবেশ ভালো থাকে আর পিতা-মাতা সৌহার্দের সাথে বাস করে – ঘরে কোন ঝগড়া বা চিৎকার বা কান্না না থাকে – সন্তানরাও উত্তম শিক্ষা লাভ করবে। সুতরাং, একদিন, যখন তুমি বাবা হবে তখন এই নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করবে।”

আরেকজন তিফল হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, একজন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী তিফলের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত আর কীভাবে তার পক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত এবং আহমদীয়া খেলাফতের সেবা করা সম্ভব।

এক বিস্তারিত উত্তর দিতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“একজন অনুকরণীয় তিফলের পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে অত্যন্ত নিয়মিত এবং সময়ানুবর্তী হওয়া উচিত। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে, পাঁচ বেলার নামায ফরয হয়ে যায়, আর সম্ভব হলে এই নামাযগুলো বা-জামাত আদায় করা উচিত – যদি তুমি মসজিদের কাছাকাছি বাস করো। এরপর প্রতিদিন এক বা দুই রুকু বা কোন ছোট অংশ হলেও কুরআন তেলাওয়াত করো।”

হুযূর আকদাস এ বিষয়ের উপরও জোর দেন যে, এক আহমদী শিশু হিসেবে তাদের উচ্চ নৈতিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“একজন অনুকরণীয় তিফলকে নৈতিকভাবে উন্নত মানের এবং আচার-আচরণে ভদ্র হতে হবে। যখন তুমি স্কুলে যাবে, ছাত্ররা যেন জানে যে, এই ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র আর তাই তার সামনে আমাদেরকে খুব সতর্ক হতে হবে; সে এমন মানুষ, যে মন্দ কাজে নিজেকে যুক্ত করে না। সুতরাং, তার সামনে আসার সময় আমাদের খুব সাবধান হওয়া উচিত। যখন তারা তোমার সঙ্গে কথা বলবে, যদি তারা নোংরা ভাষাও ব্যবহার করে, তবুও তুমি কেবল তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে এসো। আর তাদেরকে বল, ‘এ রকম ভাষায় উত্তর দেওয়া আমার ধর্মীয় শিক্ষার পরিপন্থী।’ ”

একজন অনুকরণীয় তিফলের গুণাবলী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“তোমার শিক্ষকদেরকে সম্মান করবে। তোমার পিতা-মাতার কথা মেনে চলবে, আর সব সময় ভাববে যে, তোমার পিতা-মাতা তোমাকে যাই বলেন, তা তোমারই কল্যাণের জন্য; আর কখনো ভাববে না যে, তারা তোমাকে তোমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছেন বা তারা তোমার প্রতি যত্নশীল নন। ... যদি তুমি চিন্তা করো যে, তারা তোমার প্রতি যত্নশীল, তাহলে তুমিও তাদের মান্য করে চলবে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যখন স্কুল থেকে ফিরে আসবে, তখন নিজের হোমওয়ার্ক করার ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী থাকবে, আর সব সময় তোমার ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কিছু ধর্মীয় সাহিত্য পাঠ করার চেষ্টা করবে। এভাবে, তুমি নিজেকে এক পূর্ণাঙ্গ তিফলে পরিণত করার চেষ্টা করবে। সময়ের সাথে সাথে, তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করবে। এভাবে, তুমি আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত তথা খিলাফতের সর্বোত্তম সেবা করতে সমর্থ হবে।”

একজন তিফল হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, ঈদের দিনে তাঁর রুটিন কী হয়ে থাকে। উত্তরে হুযূর আকদাস বলেন যে, ঈদের নামাযের পূর্বে তিনি খুতবার প্রস্তুতিতে সময় ব্যয় করেন আর খুতবার পরে হুযূর আকদাস তাঁর পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কিছু সময় অন্যান্যদেরকে ফোনে ‘ঈদ মুবারক’-এর পয়গাম দিতে ব্যয় করেন। এছাড়া, হুযূর আকদাস ঘণ্টাখানেক সময় পারিবারিক সাক্ষাৎ এবং দুপুরের খাবারের জন্য ব্যয় করেন। এরপর, হুযূর আকদাস তাঁর অফিসে ফিরে আসেন এবং তাঁর নিয়মিত কাজ চালিয়ে যান।

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়, মুসলমানগণ কেন মহানবী (সা.)-এর ওপর দরূদ পড়েন, আর কেনইবা আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়ার কবুলিয়াতের জন্য দরূদ একটি মাধ্যম।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, মহানবী (সা.) একজন মানুষ, এবং তিনি সেই মানুষ যাকে আমি পৃথিবীর অন্য যেকোন মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। তিনি তোমাদের কাছে শেষ শরীয়ত — আল্লাহ্ তা'লার শেষ ধর্মবিধান — নিয়ে এসেছেন। ... সুতরাং, এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, সেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, যিনি তোমাদের নিকট এ ধর্ম নিয়ে এসেছেন। আর এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো দরূদ শরীফ পাঠ করা; কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, যেহেতু এই ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যাকে তিনি ভালোবাসেন, অন্য সকলের চেয়ে বেশি, অন্য সকল নবীর চেয়ে বেশি, সুতরাং, যখন তোমরা দরূদ পাঠ করবে, তখন আল্লাহ্ও তোমাদের দোয়া শুনবেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, মহানবী (সা.)-এর ওপর তোমরা দরূদ পড়বে, তবে তাঁকে অতিমানবীয় কোন কিছু মনে করবে না — তিনিও একজন মানুষ। ... আমরা এ কথা বলি না যে, মহানবী (সা.) আমাদের পয়গামকে (খোদা তা'লার কাছে) পৌঁছে দেন। আমরা বলি যে, আল্লাহ্ তা'লা সরাসরি আমাদের কথা শুনেন, কিন্তু একই সময়ে তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যেন আমরা মহানবী (সা.)-এর ওপর দরূদ পড়ি, কেননা তিনি তাঁকে ভালোবাসেন ...।"

আরেকজন তিফল হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, তার পরে অন্যান্য মানুষকে কীভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পয়গামের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রথম বিষয় হল তোমার ব্যবহার; যদি তোমার ব্যবহার ভালো হয়, মানুষ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে, আর এভাবে তুমি বেশি মানুষের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে। যখন তোমার বন্ধুর সংখ্যা বেশি হবে, তারা তোমাকে প্রশ্ন করবে, কেন তুমি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন? তখন তুমি তাদের বলতে পারো যে, 'কারণ আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করি।' ... সুতরাং, তখন তারা তোমাকে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করবে, আর এভাবে তুমি তাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে পারবে। ... অতএব, সর্বোত্তম উপায় হল মানুষের সামনে তোমার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করো। তখন তারাই তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে।"